আরেকটি মামলার অপমৃত্যু

অভি এখন ব্যাংককে

গোলাম মোর্তোজা

গত ডিসেম্বরে নিহত হলেন মডেল তিন্নি। হত্যাকারী হিসেবে প্রধান অভিযুক্ত গোলাম ফারুক অভি। 'তিন্নি হত্যা রহস্য : এক্স ফাইল অভি' শিরোনামে প্রচ্ছদ কাহিনী ছাপা হলো ২০০০-এ। হঠাৎ করেই জানা গেল সাপ্তাহিক ২০০০-এর ৬ ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক পাঠক টেলিফোনে অভিযোগ জানালেন। কেউ কেউ আবার সংখ্যাটি সংগ্রহের জন্যে সরাসরি অফিসে এসে হাজির হলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল এই সংখ্যাটি পরিকল্পিত উপায়ে বাজার থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অভির লোকজন হকারদের কাছ থেকে ২০০০-এর সব সংখ্যা কিনে নিয়েছে। নিয়মিত পাঠকদের অনেকেই ২০০০-এর ঐ সংখ্যাটি পাননি। একারণেই পাঠকের এতো অভিযোগ। পরবর্তী সংখ্যায় এই প্রচ্ছদ কাহিনীটি আবার ছাপা হলো। পাঠকের চাহিদা মিটলো। তিন্নি নিহত হয়ে স্থান পেলেন পত্রিকার পাতায়, সঙ্গে অভিও। দৈনিক পত্রিকাগুলো প্রতিদিন ফলোআপ প্রকাশ করতে থাকলো। এক পর্যায়ে পত্রিকাগুলো যেন হাল ছেড়ে দিলো। পত্রিকার পাতা থেকেও বিদায় নিলেন তিন্নি। অভিও চলে গেল আলোচনার বাইরে।

অভি থাকে ব্যাংককের উরাপ্পা হোটেলে। ব্যাংককের পাওরাত অঞ্চলে এই উরাপ্পা হোটেলের অবস্থান। ব্যাংককের সঙ্গে ব্যবসা আছে বাংলাদেশের সব ব্যবসায়ীদের, পাওরাত অঞ্চল পরিচিত। পাওরাত ব্যাংককের ভারতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল। দেশ থেকে অভির গডফাদার অর্থ পাঠানো কমিয়ে দিয়েছে

পাঠকের মনে থেকে গেল কিছু প্রশ্ন। তিন্নি কী সত্যি নিহত হয়েছেন? নাকি আত্মহত্যা করেছেন? নিহত হলে তিন্নির হত্যাকারী কে? অভিই কী হত্যা করেছে তিন্নিকে? ছয় মাস হয়ে গেল মামলার চার্জশিট হচ্ছে না কেন? মামলার তদন্তের অবস্থাই বা কী? অভি কেন গ্রেপ্তার হচ্ছে না, অভি এখন কোথায়? এরকম অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে আমাদের। দু'তিন দিন আগে এক মহিলা তো সরাসরি অভিযোগ করেই বললেন, 'আপনারাও পুলিশের মতোই, অভি'র খবর চেপে যাচ্ছেন।' মহিলার কথাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলছেন, 'আপনারাও পুলিশের মতোই...।' অর্থাৎ পুলিশের ওপর তার কোনো আস্থা নেই। কিছুটা আস্থা ছিলো সাংবাদিকদের ওপর, সেটাও আর থাকছে না। তাকে বললাম, দেখেন বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যে দেশে প্রতিদিন আট থেকে দশজন মানুষ খুন হয়। এর প্রায় কোনোটারই বিচার হয় না। একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই, জন্ম নেয় আরো কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। স্বাভাবিকভাবেই পুরনো চাপা পড়ে যায়, নতুনের ভিড়ে। তাছাড়া যে প্রশ্নগুলো পাঠক হিসেবে, সাধারণ সচেতন মানুষ হিসেবে আপনাদের মনে আসে তার জবাব দেবে কর্তৃপক্ষ, সাংবাদিকরা নয়।

নিষ্পাপ শিশু আনুস্কা। মা তার জন্মের সংবাদটা কাউকে কখনো জানাতে চাননি। সন্তানকে নিয়ে কখনো প্রকাশ্যে আসেননি। জোর দিয়ে অস্বীকার করেছেন সব সময়। শিশু আনুস্কা কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই হারিয়েছে মাকে। মায়ের স্নেহ-আদর-ভালোবাসা কী, কোনো দিন বুঝবে না আনুস্কা

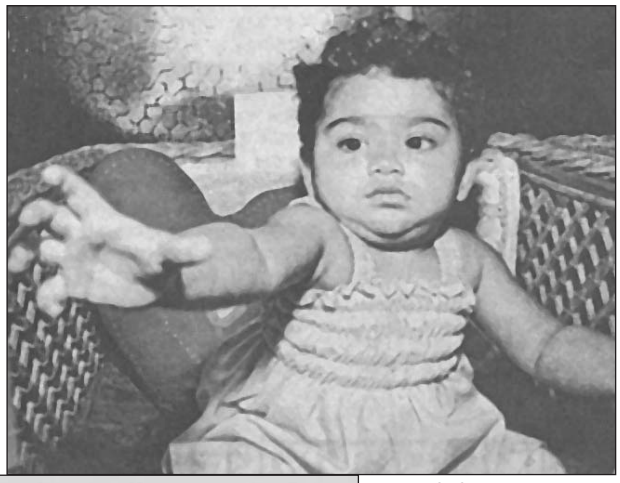

হত্যাকারী কে- সেটা খুঁজে বের করার দায়িত্ব সাংবাদিকের নয়, পুলিশের। পুলিশ এই কাজটি কখনোই করে না, বা করতে চায় না। দায়-দায়িত্ব এসে পড়ে পত্রিকার ওপর। আমরা প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। আমরা জানার চেষ্টা করেছি তিন্নি হত্যা মামলার বর্তমান অবস্থা। এই মামলার সঙ্গে যুক্ত আলোচিত ব্যক্তি অভি এখন কোথায় আছে, কী করছে ইত্যাদি বিষয়ও চেষ্টা করেছি জানতে।

তিন্নি হত্যা মামলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নাম সিআইডি। বাংলাদেশের অনেকগুলো গোয়েন্দা সংস্থার একটি। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর দক্ষতা এবং সততা নিয়ে একটি বড় প্রশ্ন সব সময়ই ছিলো, সেটা এখনো অটুট আছে।

তিন্নি হত্যাকান্ডের পর অভি আত্মগোপন করে। পালানোর চেষ্টা করে দেশ থেকে । ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস তাকে ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অভি ঢাকাতেই লুকিয়ে থাকে। ধারণা করা হয় সে উত্তরার এক বিমানবালার বাড়িতে লুকিয়ে ছিলো। অভিকে ধরার জন্যে পুলিশ চেষ্টা করে বলেও জানা যায়। কিন্তু সেই চেষ্টায় কতটা আন্তরিকতা ছিলো সেটাই বড় প্রশ্ন। আন্তরিকতা থাকলে অভিকে গ্রেপ্তার করা কোনো কঠিন কাজ ছিলো না। তিন্নি হত্যা মামলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র অভি। কারণ তিন্নির লাশ পাওয়া যায় ১০ নবেম্বর। ৯ নবেম্বর রাতেও তিন্নি অভির সঙ্গেই ছিলেন।

লাশ পাওয়া যাওয়ার পর অভি একাধিক পত্রিকার সঙ্গে নিজে টেলিফোন করে সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছে, তিন্নি ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে বুড়িগঙ্গা ব্রিজ থেকে লাফ দিয়ে পরে আত্মহত্যা করেছে। প্রশ্ন হলো এই তথ্য অভিকে কে দিল? অভি কী তাহলে সে সময় ঘটনাস্থলে ছিল? না থাকলে সে এতো নিশ্চিত করে আত্মহত্যার কথা জানলো কীভাবে?

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয়

তিন্নিকে অভি খুন করেনি। তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, খুন যেই করুক না কেন সেটা অভি জানে। সুতরাং অভিকে না পাওয়া গেলে এই মামলার কূলকিনারা পাওয়া সম্ভব নয়। আর সেই অভিকেই পুলিশ পায়নি বা পেতে চায়নি। এই মামলা বিষয়ে কথা বলার জন্যে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম সিআইডির সঙ্গে। সিআইডি থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী মামলাটি এখন ডিপফ্রিজে। কোনো অগ্রগতি নেই। তিন্নি নিহত হওয়ার পর প্রমাণ করার চেষ্টা চলছিলো এটা আত্মহত্যা। প্রধান অভিযুক্ত অভিও বারবার বলেছে তিন্নি আত্মহত্যা করেছে। এ বিষয়ে সিআইডি মনে করে তিন্নিকে হত্যা করা হয়েছে। এবং এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে অভি জড়িত।

অভিকে আপনারা গ্রেপ্তার করতে পারলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে সিআইডি বলে, 'আমরা চেষ্টা করেছি। কিন্তু দেশ থেকে চলে যাওয়ায় আমরা তাকে গ্রেপ্তার করতে পারিনি।'

এখানে পুলিশের বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত করার সুযোগ আছে। অভি কিন্তু হত্যাকান্ড ঘটিয়েই বিদেশে চলে যায়নি। দেশেই পালিয়ে ছিলো বেশ কিছু দিন। বাস্তবতা বলে পুলিশ আসলে কখনোই অভিকে গ্রেপ্তার করতে চায়নি। পুলিশ সব সময়ই ব্যস্ত ছিলো তিন্নিকে নিয়ে। তিন্নি কত খারাপ মেয়ে, কতজনের সঙ্গে তিন্নির সম্পর্ক ছিলো, কীভাবে অর্থ আয় করতেন, তিন্নির মা কেমন মানুষ ছিলেন, বাবা কেমন... ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে পুলিশ বেশি মাথা ঘামিয়েছে। কারণ গল্প হিসেবে এগুলো রসালো। তিন্নির বাড়ি থেকে পুলিশ কী কী উদ্ধার করেছে, সেই তালিকায় সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে 'কনডম'। এর মাধ্যমে পুলিশ তিন্নির চরিত্র ভালো ছিলো না- সেটা বোঝানোর একটা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে এবং সফলও হয়েছে। এই খবরগুলো ফলাও করে প্রচার হওয়ার কারণে, আসল খবর থেকে গেছে আড়ালে। আড়ালে 'লেনদেন'-এর ঘটনাও ঘটেছে বলে জানা যায়। যে কারণে তিন্নির বাড়ি থেকে সংগৃহীত আলামতের

অনেক কিছুই এখন আর তালিকায় নেই। অভি তিন্নিকে নানাভাবে ব্ল্যাকমেইল করেছে। জানা যায়, অভি তিন্নির মিলনের দৃশ্য ভিডিও করেছিল। তিন্নির সম্মতিতে, কৌশলে অথবা জোর করে এই দৃশ্য অভি ভিডিও করেছিল। অভি এরকম কাজ আগেও করেছে। যা নিয়ে ২০০০-এ সচিত্র প্রতিবেদন ছাপাও হয়েছে। সে কারণেও অভির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তিন্নির সঙ্গে এই ভিডিও চিত্র পুলিশের হাতে এসেছিল এবং সেগুলো গায়েবও হয়ে গেছে বলে জানা যায়। বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ বাহিনীর কাছে এর চেয়ে বেশি আর কীই বা প্রত্যাশা করা যায়!

মামলার তদন্তে তিন্নি এবং তার পরিবারের 'চরিত্র' বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়া আর কোনো অগ্রগতি নেই। এর থেকেও মামলা বিষয়ে পুলিশের আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিন্নি ৯ নবেম্বর রাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে কোথায় গিয়েছিলো, কার সঙ্গে গিয়েছিলো, এসব কিছুই সিআইডি এখনো জানতে পারেনি। সিআইডি জানতে পারেনি কীভাবে তিন্নিকে অথবা তিন্নির লাশকে বুড়িগঙ্গার চীন বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুতে নেয়া হয়েছিলো। এগুলো হওয়ার কথা ছিলো মামলার তদন্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিন্নি ভালো মেয়ে না খারাপ মেয়ে আর যাই হোক এই মামলা তদন্তে এটাই মূল বিষয় হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে এটাই হয়েছে।

পুলিশ এই মামলায় অভির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে তিন্নির সাবেক স্বামী পিয়ালকে। নিহত হওয়ার প্রায় দুই মাস আগে তিন্নির সঙ্গে পিয়ালের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিলো। দু'জন এক সঙ্গে থাকতেন না। এই সময় থেকেই তিন্নি পুরোপুরিভাবে চলে যান অভির নিয়ন্ত্রণে। এই সময়টাতে পিয়াল ছিলো দূর থেকে দেখা দর্শক। অথচ আমাদের বীর পুলিশ বাহিনী সেই পিয়ালকে রিমান্ডে নিয়েছে। এর থেকেও মামলার তদন্তের গতি-প্রকৃতি বোঝা যায়। পিয়াল চার মাস জেল খেটে জামিনে মুক্তি পেয়েছে। শিশু সন্তান আনুস্কাকে নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে পিয়ালের। আবার কখন পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নেয়, সেই দুশ্চিন্তা পিছু ছাড়ছে না। বাংলাদেশের পুলিশ বলে কথা!

হিমাগারে রক্ষিত তিন্নি হত্যা মামলার চার্জশিট কবে হবে, কেউ জানে না। এখানে চলছে নানা রকমের লবিং। তিন্নি হত্যা মামলার রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চাইছে কেউ কেউ। সরকারের একটি পক্ষ অভিকে বাদ দিয়ে অথবা খুব দুর্বল যুক্তি দিয়ে অভিকে আসামি করেই দ্রুত চার্জশিট দিয়ে দেয়ার পক্ষে। তাহলে অভি কোর্টে আত্মসমর্পণ

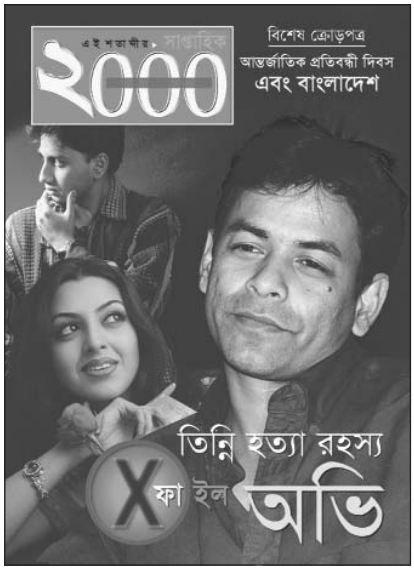

অভির লোকজন হকারদের কাছ থেকে ২০০০-এর এই সংখ্যার সব কপি কিনে নিয়েছিল। নিয়মিত পাঠকদের অনেকেই ২০০০-এর ঐ সংখ্যাটি পাননি। পরবর্তী সংখ্যায় এই প্রচ্ছদ কাহিনীটি আবার ছাপা হয়েছিল

করে জামিন নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে। উজিরপুরের বর্তমান এমপি বিএনপির মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল চায় এই মামলায় অভির শাস্তি হোক। সেক্ষেত্রে চার্জশিটে অভির বিরুদ্ধে জোরালো অভিযোগ থাকতে হবে। অভি আবার রাজনীতিতে ফিরে আসা মানেই আলালের প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া। জাতীয় পার্টির (এরশাদ) গোলাম কিবরিয়া টিপু চান না অভি আবার রাজনীতিতে ফিরে আসুক। নাজিউর রহমান মঞ্জুর পার্টিও চায় না অভি এই মামলা থেকে রেহাই পেয়ে যাক। তবে অভির গ্রুপটিও কম শক্তিশালী নয়। অভির সবচেয়ে বড় গডফাদার বাংলাদেশে সব সরকারের সময়ের প্রতাপশালী। তিনি অভিকে বাঁচানোর জন্যে সব রকমের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। মামলার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তিনিই বিজয়ী হবেন। তার বিজয়ী হওয়া মানেই অভির বিজয়ী হওয়া। বাংলাদেশে পুলিশ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব চলছে দীর্ঘদিন ধরে। পুলিশ সব সময়ই বলে তারা আসামি ধরে, কিন্তু কোর্ট ছেড়ে দেয়। আবার কোর্ট বলে, মামলা তদন্তে দুর্বলতা থাকলে কোর্টের পক্ষে আসামি ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এই বিতর্কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করা কঠিন। তিন্নি হত্যা মামলার তদন্তের ফলাফল কী হতে যাচ্ছে সেটা জানা এবং বোঝা গেলেও যেহেতু আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো তদন্ত শেষ হয়নি তাই এখনি কিছু বলা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। তবে এই মামলা বিষয়ে একটি মন্তব্য নিশ্চিত করে করা যায়, অন্য প্রায় সব মামলার পরিণতি যা হয়, এই মামলার পরিণতিও তাই হতে চলেছে। পুলিশের এখনো পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে চার্জশিট দেয়া হলে কোনোভাবেই প্রধান অভিযুক্ত অভিকে আটকানো যাবে না। সামনের সময়টাতে সিআইডি তদন্তে যে কোনো বিস্ময়কর সাফল্য দেখাবে, সে আশা করারও কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। তাই অসংখ্য অপমৃত্যু মামলার তালিকায় তিন্নি হত্যা মামলা যোগ হওয়াটা এখন শুধুই সময়ের ব্যাপার। আর মামলার অপমৃত্যু না হলেও নির্দোষীরাই ভোগান্তির শিকার হবেন। কারণ অপরাধীকে বাঁচাতে হলে কাউকে না কাউকে শাস্তি তো দিতে হবে।

পুলিশের ভাষায় অভি 'নটরিয়াস ক্রিমিনাল'। সন্ত্রাসী অভি সব সময়ই রহস্যময় জীবনযাপনে অভ্যস্ত। জীবনে অসংখ্য অপকর্ম তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। অদৃশ্য কারণে সব অপকর্ম থেকে সব সময়ই সে রেহাই পেয়ে গেছে। এর আগে অভি একবারই বিপদে পড়েছিল। '৯২ সালে জগন্নাথ হল থেকে দু'টি পিস্তলসহ গ্রেপ্তার হয়েছিল। অস্ত্র আইনে জেল হয়েছিল ১৭ বছর। তিন বছর জেল খেটে জামিনে মুক্তি পায়। এখনো এই মামলাটি হাইকোর্টে চাপা পড়ে আছে। এর মধ্যে অভি একবার এমপি হয়েছে। ঘটিয়েছে আরো অসংখ্য ঘটনা। অথচ কখনই তার বিরুদ্ধে নেয়া হয়নি কোনো ব্যবস্থা। তিন্নি হত্যা মামলা মাথায় নিয়ে অভি এখন পলাতক। কিন্তু পালালো কীভাবে? কোথায় এখন অভি?

তিন্নি হত্যাকান্ডের কিছুদিন পর অভি কোলকাতায় যায়। কিছুদিন কোলকাতায় থাকে। তারপর কোলকাতা থেকে চলে যায় নেপাল। নেপালে অবস্থান করে মাসখানেক। সেখান থেকে মে মাসের প্রথম দিকে অভি চলে যায় ব্যাংকক। এখন সে ব্যাংককেই অবস্থান করছে। অভি থাকে ব্যাংককের উরাপ্পা হোটেলে। ব্যাংককের পাওরাত অঞ্চলে এই উরাপ্পা হোটেলের অবস্থান। ব্যাংককের সঙ্গে ব্যবসা আছে বাংলাদেশের সব ব্যবসায়ীদের, পাওরাত অঞ্চল পরিচিত। পাওরাত ব্যাংককের ভারতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল। উরাপ্পা একটি সাধারণ মানের হোটেল। জানা গেছে, দেশ থেকে অভির গডফাদার অর্থ পাঠানো কমিয়ে দিয়েছে। এ কারণে আর্থিক সংকটের মধ্যে আছে অভি। ব্যাংককের বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের থেকে অর্থ নিয়ে কোনো রকমে

চলছে তার।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোলকাতা-নেপাল হয়ে অভি ব্যাংককে গেল কীভাবে? ঢাকা থেকে ভারতীয় দূতাবাস যেহেতু তার ভিসা দেয়নি, সে কারণে ভারতে তার বৈধভাবে যাওয়ার কথা নয়। অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে যাওয়া খুবই সহজ। অবৈধভাবে ভারত থেকে সড়কপথে নেপাল যাওয়াটাও কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু ব্যাংককে যাওয়াটা সমস্যা। ব্যাংককে যাওয়ার জন্যে অবশ্যই তাকে নেপাল থেকে থাইল্যান্ডের ভিসা নিতে হয়েছে। এই ভিসা কীভাবে পেয়েছে অভি- সেটাই বড় রহস্য। তাহলে কী অভি বাংলাদেশ থেকে ভিসা নিয়ে বৈধভাবে ভারতে গেছে? নাকি ভারতের নাগরিক পরিচয়ে ভারতীয় পাসপোর্ট করে নেপাল হয়ে ব্যাংককে গেছে?

অভি যদি বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় ভিসা নিয়ে থাকে তাহলে সেটা পুলিশের পক্ষে জানা খুব কঠিন না। একটা নির্দিষ্ট সময়ে কতজন ভারতীয় ভিসা নিয়েছেন সেই তালিকা দেখলেই জানা সম্ভব। এছাড়া ভিসা নিয়ে থাকলে অবশ্যই ভারতীয় দূতাবাসে তার ছবি থাকার কথা। তাই রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডির পক্ষে এটা জানাও কোনো কঠিন কাজ নয়। ভিসা নিয়ে থাকলে কীভাবে নিল, কারা সহযোগিতা করলো- এসব বিষয় সিআইডি জানতে পারলে তদন্তে হয়ত ভিন্নমাত্রা পেত। কিন্তু এই কাজটির ধারেকাছে দিয়েও সিআইডি যায়নি।

অভি আর্থিক সংকটে থাকলেও নিরাপদ জীবনযাপন করছে ব্যাংককে। অভি চেষ্টা করছে ব্যাংকক থেকে আমেরিকায় চলে যাওয়ার। কিন্তু ভিসা সমস্যার কারণে যেতে পারছে না। আমেরিকা তার জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ। আমেরিকায় তার আত্মীয়স্বজন আছে। অভির আমেরিকায় যাওয়া হোক বা না হোক, আবার বাংলাদেশে ফিরে আসবেই পুলিশের কল্যাণে। ঘটাবে হয়তো আরো অনেক দুর্ঘটনা। আসলে অভিদের সব সময় আড়ালে রাখে, বাঁচিয়ে রাখে তাদের গডফাদাররা। অভিরা ধরা পড়লে গডফাদারদের চরিত্র উন্মোচিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তিন্নিকে অভি তার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছে। ঢাকা শহরের অনেক প্রভাবশালী 'বিশিষ্ট' ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তিন্নির নাম। এরাই অভির শেল্টারদাতা। অভিদের তারা কখনো তাদের চরিত্র উন্মোচনের সুযোগ দেয় না। সব সময় অভিদের শেল্টার দেয়। যখন একান্তই না পারে, তখন অভিরা নিহত হয় কালা ফারুকদের মতো। এক কালা ফারুকের মৃত্যু হয়, জন্ম নেয় অসংখ্য কালা ফারুক। গডফাদাররা সব সময়ই থেকে যায় অক্ষত। বাংলাদেশে অভির এখন কোনো বন্ধু নেই। এক সময় তার সঙ্গে যারা ছিল তারা প্রায় সবাই তাকে ত্যাগ করেছে। অভির অতি স্বার্থপরতা এবং রুচি বিকৃতি তাকে বন্ধুহীন করে ফেলেছে। অভির এক সময়ের কাছের মানুষ জাতীয় পার্টির (নাজিউর) সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল ইসলাম সজল মনে করেন, 'এমন বিকৃত রুচির মানুষের সঙ্গে এক সময় ছিলাম এটা ভাবতেই ঘৃণা হয়।'

রাষ্ট্রযন্ত্র অভিদের শেল্টার দেয়, মানুষ তাদের ভয় করে ঘৃণার সঙ্গে। প্রত্যাশা করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির। যদিও মানুষের প্রত্যাশার প্রতিফলন বাস্তবে ঘটে না।

তিন্নির লাশ পাওয়া যাওয়ার পর অভি একাধিক পত্রিকার সঙ্গে নিজে টেলিফোন করে সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছে, তিন্নি ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে বুড়িগঙ্গা ব্রিজ থেকে লাফ দিয়ে পরে আত্মহত্যা করেছে। প্রশ্ন হলো এই তথ্য অভিকে কে দিল? অভি কী তাহলে সে সময় ঘটনাস্থলে ছিল? না থাকলে সে এতো নিশ্চিত করে আত্মহত্যার কথা জানলো কীভাবে?

নিষ্পাপ শিশু আনুস্কা। মা তার জন্মের সংবাদটা কাউকে কখনো জানাতে চাননি। সন্তানকে নিয়ে কখনো প্রকাশ্যে আসেননি। জোর দিয়ে অস্বীকার করেছেন সব সময়। শিশু আনুস্কা কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই হারিয়েছে মাকে। মায়ের স্নেহ-আদর-ভালোবাসা কী, কোনো দিন বুঝবে না আনুস্কা। তারপরও জীবন থেমে থাকে না। এই প্রতিকূলতার মাঝে আনুস্কা বেড়ে উঠছে। বড় হয়ে আনুস্কা জানবে তার মাকে হত্যা করেছে সমাজের কিছু চিহ্নিত মানবরূপী দানব। এই সমাজ তাদের বিচার করেনি, দেয়নি কোনো শাস্তি।

সমাজ কী জবাব দেবে আনুস্কাকে?

সমাজ, সমাজের অংশ হিসেবে আমরা আসলে খুবই অসহায়। এতোটাই অসহায় যে বিচার চাইতে হলে আমরা সরাসরি আল্লাহর কাছেই চাই। পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা সবই যেন বিভ্রান্ত করে আমাদের। নিরন্তর অসহায়ত্বের মধ্যে আমাদের জীবনযাপন। এখানে একজন মডেল নয়, মোটামুটি সুন্দর নারীর হত্যার পরই পুলিশ খোঁজে না হত্যাকারীকে, গন্ধ পায় পরকীয়া প্রেমের। সেটাই হয়ে ওঠে মুখরোচক আলোচনার বিষয়। তারপর কিছুদিন এসব ঘটনায় ভরে থাকে পত্রিকার পাতা, পুলিশের বিবৃতি। আর মাঝেমধ্যে লোক দেখানো অপারেশন, অভিযুক্ত ধরার ব্যর্থ চেষ্টার নাটক। এক দিন তাও শেষ হয়, পত্রিকার প্রথম পাতায় আসে নতুন খবর। অভিযুক্ত মুক্তি পায় আরেক দুর্ঘটনা ঘটানোর জন্য। অপমৃত্যু হয় মামলার। যেমনটি হতে যাচ্ছে তিন্নি হত্যা মামলার।

এখন সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে নিজেকেই প্রশ্ন করুন, তিন্নি হত্যার দায় কি শুধু এখন হত্যাকারীরই থাকবে? এর ভাগ কী গিয়ে পড়ে না অনুসন্ধানের দায়িত্বে নিয়োজিত আমাদের পুলিশ বাহিনীর ওপর?

আমাদের সভ্য সমাজের ওপর!!